ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... JAN 02 2000
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

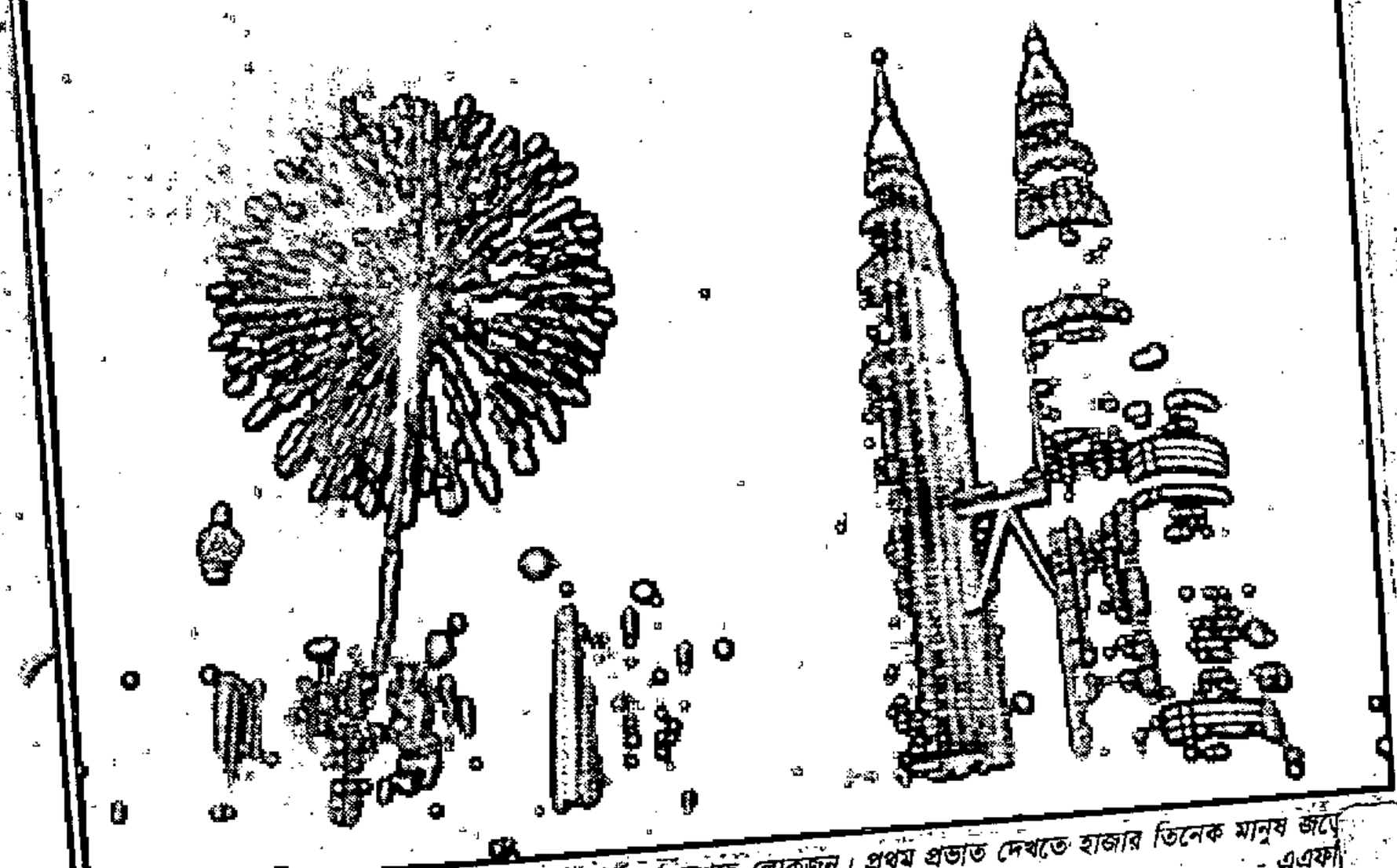

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম প্রহর। বাঁয়ের ছবিতে টোকিওর আকাশচুম্বী ভবন 'সানশাইনের' ছাদ থেকে সূর্যোদয় দেখছে লোকজন। প্রথম প্রভাত দেখতে হাজার তিনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল ভবনটিতে। ডানে কুয়ালালামপুরে সুপরিচিত পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ওপরে আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে আতশবাজির বিচ্ছুরণ — এএফপি

নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাতে বিশ্বজুড়ে উন্মাতাল আনন্দ-উচ্ছ্বাস

ওয়াইটুকে বড়ো ঝামেলা পাকায়নি

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র কিরিবাতিতে গত শুক্রবার মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটা ১২টার ঘর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সহস্রাব্দের আগমনী ধ্বনিত হয়। এরপর ঘড়ির কাঁটা যতোই এগিয়েছে সহস্রাব্দ বরণের উন্মাতাল আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে একের পর এক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। কিরিবাতির মিলেনিয়াম আইল্যান্ডেই শনিবার ভোর ৫টা ৪৩ মিনিটে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সূর্য ওঠে।

কিরিবাতির মিলেনিয়াম থাইল্যান্ডের বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী ঘাসের তৈরি পোশাক পরে নেচে গেয়ে নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানায়। কিরিবাতির পরপরই সহস্রাব্দকে স্বাগত জানায় টোঙ্গা। এর কয়েক মিনিট পরই নিউজিল্যান্ডের সর্ব পূর্বের দ্বীপ চ্যাথামে নতুন সহস্রাব্দের আগমনী ঘটে এবং তার পর পরই নতুন সহস্রাব্দে পদার্পণ করে নিউজিল্যান্ডের মূল ভূখন্ড এবং দ্বীপ রাষ্ট্র ফিজি।

এ অঞ্চলের বৃহত্তম ও ধনী দেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ডেই সহস্রাব্দ বরণের সবচেয়ে জমকালো অনুষ্ঠান হয়। আতশবাজি, কনসার্ট এবং মাওরিদের 'হাকা' রণ নৃত্যের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ডবাসী নতুন সহস্রাব্দকে বরণ করে।

নিউজিল্যান্ডের পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবারে প্রায় এক লাখ লোকের সমাবেশ ঘটে। নতুন সহস্রাব্দ বরণে এখানে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আতশবাজি পোড়ানোর উৎসব হয়।

জাপানে সহস্রাব্দ বরণের জাঁকালো অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানী টোকিওতে। আতশবাজি, কনসার্ট, ঐতিহ্যবাহী ড্রাম বাদন এবং আলোক সজ্জার মাধ্যমে জাপানিরা নতুন বছরকে বরণ করে। লাখ লাখ জাপানি নতুন বছরে সৌভাগ্য লাভের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করে।

১১টি সময় অঞ্চলে বিভক্ত বিশাল রাশিয়ার বাসিন্দারা সহস্রাব্দ বরণের সবচাইতে দীর্ঘ সুযোগটি পেয়েছেন। আতশবাজি, অপরিহার্য পানীয় ভদকা আর শ্যাম্পেনের ফোয়ারায় সহস্রাব্দ বরণের উৎসব অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের আকস্মিক পদত্যাগের ঘোষণায় আরো উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। রেড স্কোয়ারে উৎফুল্ল জনতা একে অপরকে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করে।

চীনা নেতারা সহস্রাব্দ বরণ থেকে বিরত থাকলেও দেশটির জনগণ আনন্দউদ্দীপনার মধ্যদিয়েই নতুন বছরকে বরণ করেছে। ড্রাগন নৃত্য এবং গ্রেটওয়ালের কাছে বাতি জ্বালিয়ে চীনারা তাদের প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার অঙ্গীকার করে। নতুন সহস্রাব্দ উপলক্ষে চীন এ মাসে ১০ কেজি ওজনের বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণ মুদ্রা বাজারে ছাড়বে। তবে বিশেষ এ মুদ্রাটির মাত্র ২০টি নমুনা তৈরি হবে।

ব্রিটেনের মিলেনিয়াম উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল এর মিলেনিয়াম ডোম। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং নানান সেলিব্রেটিসহ সাড়ে ১০ হাজার অতিথি এ উৎসবে যোগ দেন। কিন্তু যথাসময়ে আমন্ত্রণপত্র না পাওয়াতে অনেক অতিথিকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় প্রবেশপত্রের জন্যে। মিলেনিয়াম উৎসবের মাধ্যমে গত শুক্রবার ১২০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত বহুল আলোচিত মিলেনিয়াম ডোমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

প্যারিসবাসীর সহস্রাব্দবরণ উৎসবে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ১২ লাখ লোক সমবেত হয় প্যারিসের কেন্দ্রে। কিন্তু আইফেল টাওয়ারের বড়ো একটি প্যানেল মধ্যরাতের কয়েক ঘন্টা আগে অকেজো হয়ে গেলে কাউন্ট ডাউন শেষ করা যায়নি।

জার্মানি বার্লিনের নববর্ষ উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল আকাশে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলোর প্রতিবিম্ব। কায়রোর বাইরে গ্রেট পিরামিডের পাদদেশে অনুষ্ঠিত রাতভর কনসার্টে প্রায় ৫০ হাজার লোক সমবেত হয়।

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকোসিটিতে আতশবাজি এবং ব্যান্ড অনুষ্ঠান হয়। নগরীর কেন্দ্রে বড়ো টিভি পর্দায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নতুন সহস্রাব্দ বরণের উৎসব দেখানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জমকালো অনুষ্ঠানের মালার মাধ্যমে নতুন সহস্রাব্দকে বরণ করা হয়। নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে আলোর বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত লাখ লাখ মার্কিনি মধ্যরাতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

এ ছাড়াও এথেন্স, তাঞ্জানিয়া, ইস্তাম্বুল, সারায়েভো, ভিয়েনা, প্রাগ, কেপটাউন, আবিদজান, জাকার্তা, কোরিয়া, ভারতের বারাণসি প্রভৃতি স্থানেও জমকালো সহস্রাব্দ বরণ অনুষ্ঠান হয়েছে।

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দিনে উত্তেজনা প্রশমের উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড ও মায়ানমার যৌথ সাইকেল চালনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দক্ষিণ কোরিয়া সাড়ে ৩ হাজার কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধামন্ত্রী মাহাথীর মোহাম্মদ তার চিরাচরিত পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানিয়েছেন। মায়ানমারের নোবেল বিজয়ী রাজনীতিক অংসান সুচি মায়ানমার এশিয়ায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় অবস্থান নেওয়ার জন্যে জাপানসহ এশি[illegible] অন্য দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, বিশ্বের সর্বত্র সহস্রাব্দ[illegible] উৎসব নির্বিঘ্ন ছিল না। ফিলিপাইনে [illegible] বছরের উৎসব পালন করতে গিয়ে পাঁচ[illegible] নিহত ও ৮০০ জন আহত হয়েছে। দ[illegible] আফ্রিকার জোহানেসবার্গেও সহিংস[illegible] ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে, নতুন সহস্রাব্দে [illegible] সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় ওয়াইটুকে [illegible] বড়ো ধরনের কোনো সংকট সৃষ্টি না[illegible] বিশ্বব্যাপী স্বস্তির লক্ষণ দেখা গেছে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পারমাণবিক [illegible] কেন্দ্রে কিছু ছোটখাটো সমস্যা দেখা[illegible]

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় [illegible] ব্যাংক ও অর্থখাতে ওয়াইটুকে সম[illegible] যায়নি। জাপান, নিউজিল্যান্ড, [illegible] মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, [illegible] ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও হংকং-[illegible] ব্যাংকগুলোতে কোনো সম[illegible] ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও [illegible] জানিয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত[illegible] অঞ্চলের বিমান চলাচলেও [illegible] দেখা যায়নি।

উত্তর আমেরিকান এব[illegible] বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডাটার [illegible] ঘড়িকে সংশয়ে ফেলে [illegible] বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা[illegible] হয়নি। জাপানে বিদ্যু[illegible] সিস্টেমে কিছু সমস্যা [illegible] সরবরাহ স্বাভাবিক [illegible] বিশ্বের আশঙ্কার [illegible] পারমাণবিক স্থাপ[illegible] সমস্যার কথা জানা[illegible]